ভোরের কাগজ

FEB. 1 2001

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

প্রধানমন্ত্রী গতকাল জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের সমাপনী অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন —পিআইডি

বোমা-রাইফেল নয় ছাত্রদের হাতে খাতা-কলম দেখতে চাই

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে শিক্ষক-অভিভাবকসহ দলমতনির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা কামনা করে বলেছেন, বোমা কিংবা কাটা রাইফেল নয়, ছাত্রছাত্রীদের হাতে কেবল বই-খাতা এবং কলমই শোভা পায়। বাসস।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে জ্ঞান চর্চা, সুকুমার বৃত্তিচর্চা, বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কলুষিত করা মানেই হলো জাতিকে আত্মহননের দিকে ঠেলে দেওয়া। এ ক্ষেত্রে আশার কথা হলো, বর্তমান সরকারের সময়ে দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে। সরকার শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার এই সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

গতকাল বিকালে ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন শিক্ষা সচিব ড. সা'দত হুসাইন। এবারকার শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত সহপাঠক্রম এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে ১৬৮ জন ছাত্রছাত্রী বিজয়ী হয়েছে। এ ছাড়াও ৩২ জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ৫১টি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, একবিংশ শতাব্দীর বর্তমান প্রতিযোগিতাময় বিশ্বে দেশ ও জাতির জন্য একটি গণমুখী যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত আছে উন্নত জীবন সৃষ্টির চাবিকাঠি। মানবকল্যাণে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থার দরকার, যা একদিকে শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত গুণাবলী এবং আত্মিক ও নৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটাবে। অপরদিকে তা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে। এ জন্য প্রয়োজন শিক্ষা ব্যবস্থায় যুগোপযোগী বিজ্ঞান এবং লাগসই প্রযুক্তিগত শিক্ষার সংমিশ্রণ। সরকার এ লক্ষ্য অর্জনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতীয় বিনিয়োগ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বর্তমান সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করছে। সংবিধান অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার। মানবসম্পদের উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তিও প্রাথমিক শিক্ষা। তাই সরকার প্রথম থেকেই সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ ছাড়াও সম্পূর্ণভাবে সরকারি অর্থায়নে নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ জন্য চলতি অর্থবছরের বাজেটে ৬৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ খাতের অর্থ সরকারিভাবে দেওয়া হয়েছে। এতে কোনো বিদেশী অনুদান নেই। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত কার্যক্রমের ফলে এক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে, যা দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে।